করোনায় মৃত্যু ছাড়াল ১০ লাখ

চীনে প্রথম সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বিশ্বজুড়ে করোনায় প্রাণহানির সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। রোববার প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে মৃত্যু ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে ফরাসী বার্তাসংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া করোনা মহামারি ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি, লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনার তাণ্ডব চলছে ভারতের বস্তি থেকে ব্রাজিলের গহীন অরণ্য অ্যামাজন ও আমেরিকার বৃহত্তম শহর নিউইয়র্কেও। করোনার ভয়াল ছোবল থেকে রেহাই মিলছে না কারও।

মহামারির বিধি-নিষেধ মানুষকে ঘরবন্দি হতে বাধ্য করায় থমকে গেছে বিশ্বের বড় বড় সব ক্রীড়া, বিনোদন অনুষ্ঠান। করোনার বিস্তার ঠেকাতে দেশে দেশে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ভ্রমণপীপাসুরাও আটকা রয়েছেন চার দেয়ালের মাঝে।

করোনাভাইরাসের বিস্তারের গতি ধীর করতে গত এপ্রিলে মানবজাতির অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ লকডাউনের বেড়াজালে আটকা পড়েন। লকডাউনের বিধি-নিষেধ শিথিল কিংবা প্রত্যাহার করে নেয়ার পর বিশ্বজুড়ে আবারও এই ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েছে, বেড়েছে প্রাণহানিও।

সোমবার ফরাসী বার্তাসংস্থা এএফপির এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, রোববার আন্তর্জাতিক সময় রাত সাড়ে ১০টায় বিশ্বজুড়ে করোনায় প্রাণহানির সংখ্যা ১০ লাখ ৯ জনে পৌঁছায়। এছাড়া এই সময়ে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লাখ ১৮ হাজার ৮৭৭ জনে দাঁড়ায়।

বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ যুক্তরাষ্ট্র; দেশটিতে করোনার সংক্রমণ দ্রুতগতিতে আবারও বাড়তে শুরু করেছে। রোববার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বলছে, দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭০ লাখ ৭৮ হাজার ছাড়িয়েছে। এতে মারা গেছেন ২ লাখ ৯ হাজারের বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের পর করোনায় প্রাণহানির শীর্ষে আছে ব্রাজিল (১ লাখ ৪১ হাজার ৭৭৬ জন), ভারত (৯৫ হাজার ৫৭৪ জন), মেক্সিকো (৭৬ হাজার ৪৩০ জন) ও ব্রিটেন (৪৬ হাজার ৭০৬ জন)।

ইতালির ট্রাক চালক কার্লো চিওডি করোনা মহামারিতে নিজের বাবা- মাকে হারিয়েছেন মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে। ৫০ বছর বয়সী চিওডি বলেন, আমার যেটা মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে, সেটি হলো- আমি দেখলাম আমার বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠলেন। আমি শুধুমাত্র তাকে বলতে পেরেছি গুড বাই।

তিনি বলেন, আমার দুঃখ- আমি তাকে বলতে পারিনি বাবা তোমাকে ভালোবাসি। আমার দুঃখ, বাবাকে জড়িয়ে ধরতে পারিনি। এটা এখনও আমাকে পোড়ায়।

করোনাভাইরাসের তাণ্ডব বিশ্বজুড়ে অব্যাহত থাকলেও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত এর কোনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারেননি। জীবন-জীবিকার মাঝে ভারসাম্য আনতে বিশ্বজুড়ে বিধি-নিষেধে শিথিলতা আনতে বাধ্য হচ্ছে সরকার।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল করোনাভাইরাসের প্রকোপে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তবে ইতোমধ্যে বেশ কিছু দেশের অর্থনীতিতে প্রাণ ফিরতে শুরু করেছে। অর্থনৈতিক গতি পুনরুদ্ধারের ধারায় রয়েছে চীন। মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে টানা চতুর্থ মাসের মতো গত আগস্টে মুনাফা বেড়েছে চীনা ব্যবসায়ীদের।

করোনার প্রথম ধাক্কায় বিপর্যস্ত ইউরোপে দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্যারিস, লন্ডন ও মাদ্রিদের মতো বেশ কিছু শহরে নতুন করে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেভাবে এসব শহরে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে তাতে হাসপাতালে চিকিৎসাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ের দিকে বিশ্বজুড়ে করোনার রেকর্ড সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ঐক্যবদ্ধভাবে মহামারি মোকাবিলার কৌশল না নেয়া হলে বিশ্বজুড়ে ভ্যাকসিন আসার আগেই প্রাণহানির সংখ্যা ২০ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রথমবারের মতো সার্স-কোভ-২ ভাইরাস শনাক্ত হয়। প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল উহান থেকে বিশ্বের দুই শতাধিক দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই

ভাইরাস। তবে এর উৎপত্তি নিয়ে এখনও অস্পষ্টতা থাকলেও অনেক বিজ্ঞানী বলছেন, বাদুড়ের শরীর থেকে অন্য কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়ে মানুষের দেহে ভাইরাসটি ছড়িয়েছে।

উহানে এই ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর জানুয়ারিতে কঠোর লকডাউন জারি করা হয়। গত ১১ মার্চ বিশ্বের শতাধিক দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাস মহামারি ঘোষণা করে।

সূত্র- জাগো নিউজ২৪.কম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের অভিনন্দন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিনে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি। আজ এক অভিনন্দন বার্তায় সরকার প্রধান শেখ হাসিনার সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

অভিনন্দন বার্তায় জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। তার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড আরো গতিশীল হবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতি আরো উন্নত হবে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ থেকে চিরতরে বিতারিত হবে ক্ষুধা, দারিদ্র ও দুর্নীতি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের জানাজা অনুষ্ঠিত

প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সুপ্রিম কোর্ট গার্ডেনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিবৃন্দ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, আইজিপি বেনজীর আহমদসহ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কফিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

জানাজা শেষে মরদেহ মিরপুরে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে। এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাহবুবে আলম ইন্তেকাল করেন। করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) আক্রান্ত হওয়ার পর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলা, সংবিধানের পঞ্চম, সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলা, যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো মানবতাবিরোধী অপরাধীদের মামলা, পিলখানা হত্যাকান্ড মামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মামলা রাষ্ট্রপক্ষে পরিচালনা করেছেন মাহবুবে আলম।

২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে নিযুক্ত হন তিনি। ২০১৪ সালের ১৩ জানুয়ারি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে পাঁচ বছর পূর্ণ হয় তার। এরপর আরেক দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে তাকে এই পদে বহাল রাখা হয়। আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত দীর্ঘ মেয়াদে আর কোনো অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের রেকর্ড নেই।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রাতে আচমকা কেঁপে উঠল লাদাখ

সীমান্ত এলাকা লাদাখ নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা এখনও বিরাজমান। এরই মধ্যেই রবিবার রাতে আচমকা কেঁপে উঠল হিমশীতল লাদাখ।

স্থানীয় সময় রবিবার দিবাগত রাত ১০ টা ৫৭ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয় লাদাখ অঞ্চলে।

জানা গেছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.১। উৎসস্থলের গভীরতা ছিল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার নীচে।

এই কম্পনে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে রবিবার সকালেই এই অঞ্চলে আরও একটা ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৩.৭। এছাড়া গত শুক্রবারও লাদাখে ৫.৪ মাত্রার আরও একটি কম্পন অনুভূত হয়। সূত্র: ইন্ডিয়া টিভি

ভারত লাদাখে টি-৯০ যুদ্ধট্যাংক মোতায়েন করেছে

চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে এবার ভারত লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর যুদ্ধট্যাংক মোতায়েন করেছে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এএনআইয়ের প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ভারত নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষিত করতে চুমার-ডেমচকে একাধিক টি-৯০ যুদ্ধট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন করেছে।

এছাড়াও বিএমপি-২ দ্বিতীয় প্রজন্মের ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকল ও টি-৭২ ট্যাংকও প্রস্তুত রেখেছে ভারতীয় বাহিনী।

সম্প্রতি সীমান্ত নিয়ে চরম বিরোধ আকার ধারণ করে ভারত ও চীনের

মধ্যে। এর মধ্যে এক দফা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এরপর কয়েক দফা বৈঠকেও বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি।

এদিকে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যেকোনও পদক্ষেপ নিতে পারে ভারতীয় বাহিনী। এতকিছুর পরও সীমান্ত থেকে সেনা সরাতে (ডিসএনগেজমেন্ট) সায় দেয়নি চীনের পিপলস আর্মি।

ভারতীয় সেনা সূত্র জানায়, কালা টপের দখল নিতে না পেরে চীনের সেনাবাহিনী এখন পাহাড়ি পাদদেশগুলোতে নিজেদের যুদ্ধট্যাংক সাজাচ্ছে। মলডো থেকে হেভি ওয়েট ট্যাংক, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থাকুংয়ের দিকে এগোতে দেখা গেছে তাদের।

এ বিষয়ে ভারতের ১৪ নম্বর কোরের চিফ স্টাফ মেজর জেনারেল অরবিন্দ কাপুর জানান, সীমান্ত এলাকা ও প্যাঙ্গং হ্রদের দুই পাড়েরই পাহাড়ি এলাকায় যুদ্ধট্যাংক মোতায়েন করা হচ্ছে। শীতের আগেই এই প্রস্তুতি সেরে রাখছে ভারতীয় বাহিনী।

সূত্র: এএনআই

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতের দাবি জনসাধারণের

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’। ২০০২ সাল থেকে ‘আন্তর্জাতিক জানা অধিকার দিবস’ পালন করা হলেও মূলত ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কো এ দিবসের স্বীকৃতি দেয়। ২০১৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিবছর ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ পালন হয়ে আসছে।

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে দেশে ‘তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯’ নামে একটি আইন পাশ করা হয়। আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট

কতৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

একই আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরুপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

কিন্তু আইন পাশ হওয়া ১১ বছর পার হলেও এখনো পর্যন্ত সাধারণ নাগরিকরা এই আইনের বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না। বরং তথ্য জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিংবা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বঞ্চনার শিকার হতেও হয়। এমনিট জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। এমনকি গণমাধ্যমের কর্মীরাও বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য পেতে নানা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।

তথ্য অধিকার আইনে নতুন করে গনমাধ্যম কর্মীদের জন্য খড়গ হস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশ। আদেশে বলা হয়েছে, বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোন সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারী কোন গণমাধ্যমে কথা বলতে পারবেন না কিংবা কোন নিবন্ধ প্রকাশ করতে পারবেন না বলে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। গত ১৮ আগস্ট “সরকারি কর্মচারি(আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯” এর এমন নিয়ম মনে করিয়ে দিয়ে তা মানার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে সব মন্ত্রণালয়ের সচিব/সিনিয়র সচিবদের চিঠি পাঠিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এ আদেশের পর থেকে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়।

ব্যবসায়ী শাহরিয়ার লিওন, শিক্ষক হুমায়ুন কবির, গাড়ি চালক মিলনসহ তৃনমূলের বেশ কিছু সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য অধিকার সর্ম্পকে জানতে চাইলে তারা বলেন, এই আইন সম্পর্কে আমরা তেমন অবগত নয়। প্রয়োজনে যদি কোন সরকারি দপ্তরে যাই তাহলে আমাদের তথ্য নিতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মনিরুল ইসলাম বলেন, তথ্য জানার অধিকার সকলেরই আছে। দুর্নীতিসহ অনিয়ম রুখতে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। তথ্য অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে আরো বেশি প্রচার প্রচারণা চালানোর দাবিও করেন তিনি।

বাসস এর মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা বলেন, রাষ্ট্রের মালিক জনগণ হলে, তথ্যের অবাধ মালিকানাও তাহলে জনগণের। তথ্য যাবে কৃষক শ্রমীক জনতার হাতে, তবেই রাষ্ট্রের মালিক যে জনগণ সত্যিকার অর্থে

সমাজে তখন এ বোধ তৈরি হবে। সুশাসনের জন এ এক অপরিহার্য শর্ত। কৃষকের উন্নত বীজ বা সারের তথ্য জানা অধিকার আছে, গ্রেপ্তার করতে হলে আসামির গ্রেপ্তারের কারণ জানার অধিকার, একই ভাবে নির্যাতিত নারীর আইনি সহায়তা পাওয়ার তথ্য, সবাই কিন্তু তথ্য অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা গেলে অসম ও অমানবিক ক্ষমতা বিন্যাসকেও অনেকখানি বদলে ফেলা সম্ভব। একজন সংবাদ কর্মীর তথ্য পেতে বিলম্ব হলে তথ্য সরবরাহে সংশ্লিষ্ট দফতরের বিলম্বিত কারনে খবরের গুরুত্ব কমে যায়। প্রতিটি অফিস আদালতসহ সকল দফতরের তথ্য আপডেট থাকা উচিত।

প্রথম আলো’র মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি আবু সাঈদ বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। আমরা অনেক সময় কোন তথ্য চাইতে গেলে নানা রকম সমস্যায় পড়ি। আবেদন করে তথ্য নিতে গেলে সময়মত পাইনা। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে সরকারের কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা।

গাংনী প্রেস কø◌াবের সাধারণ সম্পাদক ও মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব আলম বলেন, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে গণমাধ্যমের কর্মিরা তথ্য নিতে গিয়ে অনেক হয়রানির স্বিকার হয়। এক সময় তথ্য অধিকার আইন নিয়ে সরকারি ভাবে ক্যাম্পেইন করা হতো। কিন্তু এখন আর এ বিষয়ে তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। সরকারি ভাবে তৃনমূল পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম করতে হবে। সেই সাথে সাংবাদিকদের অবাদ তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে দেশের অনিয়ম দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে।

এ বিষয়ে জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম বলেন, তথ্য অধিকারের কথা বলা হলেও সেটা এখনো বস্তবায়ন হয়নি। “তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ আছে।

মেহেরপুর জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল আল মামুন বলেন, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে জুম কনফারেন্সর আয়োজন করা হয়েছে। সেই সাথে সারাদিন ত্যথ অফিসের গাড়িকে সুসজ্জিত করে জনসচেতনতা মূলক প্রচার করা হবে।

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে গণধর্ষণ: বড়ভাইদের ছত্রছায়ায় অপরাধ জগতে পা রাখে রনি

সিলেটের প্রাচীনতম বিদ্যাপিঠ এমসি কলেজে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গণধর্ষণের ঘটনায় ইতোমধ্যে ৬ জন চিহ্নিত হয়েছেন। তারা সকলেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জের শাহ্ জাহাঙ্গীরের ছেলে শাহ্ মাহবুবুর রহমান রনি। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার কারণে রনি ও তার পরিবারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছেন এলাকার লোকজনসহ জেলাবাসী। পাশাপাশি রনিকে ধরিয়ে দিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার-প্রচারণা করছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষ।

অনুসন্ধ্যানে জানা যায়, শাহ্ মাহবুবুর রহমান রনি শায়েস্তাগঞ্জ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে এমসি কলেজে স্নাতকোত্তর অধ্যায়নরত। পড়ালেখায় মেধাবী রনি ছোটবেলায় অনেকটা শান্ত স্বভাবের ছিল। তবে কলেজে উঠার সাথে সাথে তার স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের নেশা, বখেটেপনা, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তবে এলাকায় থাকাকালীন রাজনীতিতে সে ততটা সক্রিয় ছিল না।

সিলেট যাওয়ার পর বড়ভাইদের ছত্র-ছায়ায় সেই রনি হয়ে উঠেন বেপরোয়া। ছাত্রলীগের সাথে সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি গণধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি এম সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে তুলেছে একটি ‘গ্যাং’। যে ‘গ্যাং’য়ের অন্যতম সদস্য শায়েস্তাগঞ্জের এই বখাটে রনি। এই ‘গ্যাং’টি ছিল এমসি কলেজ এলাকার আতঙ্ক। এমসি কলেজের ছাত্রাবাস ভাঙচুর ও পোড়ানোর সাথেও এই ‘গ্যাং’টি জড়িত ছিল বলে জানান শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি ব্যবসায়িদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা তুলতেন তারা। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেয়ারও।

যারা এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়েছেন তারা জানেন, বিকেলে ক্যাম্পাসের অন্যতম আতঙ্ক ‘ছিনতাই’। এমসি কলেজের ক্যাম্পাসটি অত্যান্ত দৃষ্টিনন্দন হওয়ায় সেখানে প্রতিদিন বিকেলে অনেক মানুষ ঘুরতে যান। সেই পর্যটকদের টাকা, মোবাইল, মোটরসাইকেল, দামি হাতঘড়ি, নারীদের সোনা-গহনা ছিনতাইয়ের মূল চক্র ছিল ‘সাইফুর গ্যাং’। যার অন্যতম সহযোগী ছিলো রনি।

এলাকাবাসীর দাবি, রনির উপর ভর করে তার পরিবার ‘আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ’ হয়েছে। সিলেটে চাঁদাবাজি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপকর্ম করে প্রতি মাসে মোটা অংকের টাকা বাড়িতে পাঠাত রনি। এলাকায় আসলে নিজেকে অনেক বড় ছাত্রলীগ নেতা দাবি করত সে। এলাকার বখাটেদের নিয়ে বেপরোয়া চলাফেরা ও রাতে নেশার আড্ডা বসাতো। কোমরে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরাই ছিল তার ‘লাইফস্টাইল’।

এদিকে, এমন ন্যাক্কারজন ঘটনার সাথে হবিগঞ্জের রনি জড়িত থাকায় লজ্জিত হয়েছেন জেলাবাসী। রনি ও তার পরিবারের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। পাশাপাশি রনিকে ‘কুলাঙ্গার’ উপাধি দিয়ে ধরিয়ে দিতে ফেসবুকে তার ছবিসহ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষ। নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এলাকাবাসীও।

তবে রহস্যজনক কারণে রনির পক্ষে ‘সাফাই’ গাইলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আব্দুল গফফুর। তিনি বলেন, রনির বাবার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক। বলতে গেলে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। আমার জানামতে, রনি ভালো ছেলে। সে অনেক মেধাবী এবং শান্ত স্বভাবের ছিল। সিলেটের ঘটনাটি শুনে আমি অবাক হয়েছি। সে এমন কাজ করতে পারে না।’

এলাকার যুবসমাজের দাবি, রনি এলাকায় আসলে বখাটের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়ে যেত। ছাত্রলীগের ক্ষমতা দেখিয়ে সে নেশার আড্ডা বসানোসহ বিভিন্ন অপকর্ম চালাতো। কেউ তার অপকর্মের প্রতিবাদ করলে অস্ত্র দিয়ে হুমকি দিত সে। এছাড়া তার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলার সাহস পেত না।

অন্যদিকে, এমসি কলেজের গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে সারাদেশ এখন তোলপাড়। দেশের মূল আলোচ্য বিষয় এখন এই ঘটনাটি। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতারে অভিযান চালালেও নিরব রয়েছে শায়েস্তাগঞ্জ থানা পুলিশ। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হলেও এখন পর্যন্ত রনিকে

গ্রেফতার বা তার সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর নিতে তার বাড়ি বাগুনিপাড়ায় যায়নি পুলিশ।

এ ব্যাপারে শায়েস্তাগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) মো. আল-মামুন বলেন- এখন পর্যন্ত সিলেট থেকে আমাদের কাছে কোন কাগজপত্র আসেনি। তবে যেহেতু এটি জাতীয় ইস্যু সেহেতু আমরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করব। তাকে গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেলে ২০ বছরের এক তরুণী তার স্বামীকে নিয়ে সিলেটের এমসি কলেজের ক্যাম্পাসে ঘুরতে যায়। এ সময় রাত সাড়ে ৮টার দিকে কয়েকজন বখাটে তার স্বামীকে ও তরুণীকে জোরপূর্বক কলেজ ছাত্রাবাসে তোলে নিয়ে যায়। পরে স্বামীকে একটি রুমে আটকিয়ে রেখে অপর রুমে ৫/৬ জন মিলে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে। রাত ১০টার দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে উদ্ধার করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই তরুণীকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি সেন্টারে ভর্তি করেন। শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসের রুমে অভিযান চালিয়ে ১টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৪টি রামদা, ১টি ছোরা ও জিআই পাইপ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে শাহ্ পরান থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া বিষয়টি তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭ কার্যদিবসের মধ্যে এই কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে ছাত্রাবাসের দুই নিরাপত্তা কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে গণধর্ষণ; সাইফুরের পর এবার

অর্জুন লস্কর গ্রেফতার

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অন্যতম আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে একই মামলার আসামি ধর্ষক অর্জুন লস্কর। রবিবার ভোর ৬টার দিকে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার মদনহাটা নামক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে সিলেট জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

এর আগে রবিবার সকালে ছাতক খেয়াঘাট এলাকা থেকে ছাতক থানা পুলিশ গ্রেফতার করে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমানকে। সাইফুরের বাড়ি বালাগঞ্জ ও অর্জুনের বাড়ি জকিগঞ্জে।

সূত্র জানায়, ধর্ষণের ঘটনার পর অর্জুন পালিয়ে যায় হবিগঞ্জের মাধবপুর। সেখানে মদনহাটা এলাকায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থা নিয়েছিল সে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্জুনের অবস্থান সনাক্ত করে রবিবার সকালে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

শুক্রবার রাতে এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে নববিবাহিত এক দম্পতিকে তুলে নেয় ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান রণিসহ কয়েকজন। পার্শ্ববর্তী ছাত্রাবাসে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে তারা। পরে পুলিশ গিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহতাবস্থায় স্ত্রীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় ধর্ষিতার স্বামী বাদী হয়ে ছাত্রলীগের ৬ ক্যাডারের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৩ জনকে আসামি করে সিলেট মহানগরীর শাহপরাণ থানায় মামলা দায়ের করেন। এছাড়া ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের সাইফুর রহমানের রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধারালো ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনেও একটি মামলা হয়।

গণধর্ষণের ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আসামি ধরতে মাঠে নামলেও তারা ছিল অধরা। শেষ পর্যন্ত সুনামগঞ্জের ছাতক থেকে ধরা পড়ে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমান।

মামলার অন্য আসামীরা হলো শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, তারেক আহমদ, অর্জুন লঙ্কর, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান। এরা সবাই

ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাড়ছে উত্তেজনা, এবার যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে ভারত ও ইসরায়েলের যৌথ উদ্যোগ

কাশ্মীর ও লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান এবং চীনা বাহিনীর মোকাবেলা করতে ভারত যেসব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করেছে তার বেশিরভাগই ইসরায়েলি। এবার তাই ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধাস্ত্র বানাবে ভারত।

বালাকোটে স্যাটেলাইট গাইডেড ইলেকট্রো-অপটিক্যাল সেন্সরযুক্ত স্পাইস বোমা কিংবা লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) চীনা বিমানবাহিনীর গতিবিধির ওপর নজরদারি করতে ‘হেরন’ ড্রোন ও ‘ফ্যালকন’ এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম (অ্যাওয়াক্স)- এসবই ইসরায়েলি সমরাস্ত্র।

সাম্প্রতিক নানা ঘটনাতেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইসরায়েল নির্ভরতা নজরে এসেছে। এবার সামরিক ক্ষেত্রে এ সহযোগিতাকেই নতুনমাত্রা দিতে সক্রিয় হয়েছে দুই দেশ। যৌথ উদ্যোগে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সাব-ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করেছে ভারত ও ইসরায়েল।
দুই দেশের প্রতিরক্ষা সচিব ও সমরাস্ত্র নির্মাতা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা ওই গোষ্ঠীতে রয়েছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালায় জানিয়েছে, দ্বিপক্ষীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি উৎপাদিত অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম অন্য দেশে বিক্রি করাও ওই জোটের অন্যতম লক্ষ্য।

ভারতে অস্ত্র ও সমর সরঞ্জাম রফতানিকারক দেশগুলোর তালিকায়

ইসরায়েলের স্থান চতুর্থ। রাশিয়া, আমেরিকা ও ফ্রান্সের পরেই। গত বছর ইসরায়েল থেকে প্রায় ১০০ কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানি করা হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ও গবেষণা সংস্থার (ডিআরডিও) সঙ্গে ইতিমধ্যে একাধিক যৌথ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

ডিআরডিও ও ইসরায়েলি অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের যৌথ উদ্যোগে ভূমি থেকে আকাশ ‘বারাক’ ক্ষেপণাস্ত্রের তিনটি সংস্করণ উৎপাদনের কাজ চলছে।

এ ক্ষেপণাস্ত্র পেতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৬ হাজার ৮৩০ কোটি, বিমানবাহিনী ১০ হাজার ৭৬ কোটি এবং নৌবাহিনী ২ হাজার ৯০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

কয়েক বছর আগে প্রায় ৮ হাজার ১০৭ কোটি টাকা দিয়ে ইসরায়েল থেকে তিনটি ‘ফ্যালকন’ কিনেছিল ভারত। গত বছর পাকিস্তানের বালাকোটে হামলাকারী ১২টি মিরাজ-২০০০ ফাইটার জেটকে পরিচালনা করেছিল ইসরায়েলি অ্যাওয়াক্স।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

ইরাকে মার্কিন সেনা মোতায়েন রাখার যুক্তি দেখাল যুক্তরাষ্ট্র

একজন মার্কিন কূটনীতিক অভিযোগ তুলে বলেছেন, ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহর হাত থেকে ইরাককে রক্ষা করার জন্য দেশটিতে মার্কিন সেনা মোতায়েন রাখা হয়েছে।

আমেরিকার রাজনীতিবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড হেইল শনিবার ওয়াশিংটনে ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে দাবি করেন, ইরান-সর্থিত গোষ্ঠীগুলো মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের জন্য দায়ী। আমেরিকার এই সিনিয়র কূটনীতিক তার অভিযোগে আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদে ইরাকের শান্তি ও

স্থিতিশীলতার জন্য ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো বড় ধরনের হুমকি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে হেইল দাবি করেন, এই আন্দোলনকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার কাজে ইরান শত শত কোটি ডলার অর্থ খরচ করেছে।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন সময় ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতার জন্য অভিযুক্ত করলেন যখন এ অঞ্চলের সবগুলো দীর্ঘমেয়াদি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এই আমেরিকাই বাধিয়েছে। আমেরিকার বিভিন্ন সরকার মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্যে এ অঞ্চলের দেশগুলোতে লুটপাট চালানোর পাশাপাশি আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে।

সূত্র: পার্সটুডে